

## A Digital News Media

আমাদের চ্যানেলে বিজ্ঞাপনসহ খবর সংক্রান্ত বিষয়ে  
বিশদ জানতে ও জানাতে যোগাযোগ করুন :  
9932693670  
digantabartaofc@gmail.com  
www.digantabarta.in

## দৈনিক বাংলা ই-খবরের কাগজ



Follow us - //digantabarta.in



একজন প্রথিতযশা বাঙালি  
মহিলা কবি, সমাজকর্মী ও  
নারীবাদী লেখিকা -

কামিনী রায়ের  
জন্মদিবসে  
অজশ্র শ্রদ্ধা

০৪

১৯৮১ সালে মৃত্যু ভারতের পদার্থবিদ ও রসায়নবিদ 'ড. গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়'

প্রথম বর্ষ / ০৩

ই-পেপার / ISO 9001:2015 Certified / MSME No.: UDYAM-WB-0003095

২০০০ সালে জন্ম 'সরদার মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ' সর্বকনিষ্ঠ  
বিশিষ্ট মহাকাশ চিন্তাবিদ ও গবেষক

২৫ শে আশ্বিন ১৪৩২, রবিবার, ৪ পাতা, ৩ টাকা

নিউজ দিগন্ত বার্তা - ১২/১০/২০২৫

## কালীপূজোর সঙ্গে ডাকাতদের এক অদ্ভুত সম্পর্ক



**নিজস্ব প্রতিবেদক-নিউজ দিগন্ত বার্তা, বর্ধমান:** কালীপূজোর সঙ্গে ডাকাতদের এক অদ্ভুত সম্পর্ক। বর্ধমানের দাঁইহাট শহরের কালীপূজোর সূচনা করেছিল ডাকাতেরা। এখনও এমন অনেক কালীপূজো আছে যাদের উৎস ডাকাতদের হাত ধরে। তেমনই এক কালীপূজো হলো বর্ধমানের দাঁইহাট শহরের এক বিখ্যাত কালীপূজো। দাঁইহাটের এই জায়গায় বর্তমানে মন্দির থাকলেও, আগে এসব কিছুই ছিল না। স্থানীয়দের কথায়, বহু বছর আগে ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল এই জায়গা। এবং সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যেই, একদম গা ছমছমে পরিবেশে মা কালীর পূজো করত ডাকাতরা। এবং পূজো শেষে দলবেঁধে তাঁরা রওনা দিতেন ডাকাতির উদ্দেশ্যে। এই প্রসঙ্গে এক স্থানীয় বাসিন্দা তথা দাঁইহাট ইয়াং ফ্রপের সদস্য জানিয়েছেন, “কথিত আছে বেলডাঙা, ফরিদপুরের বাসিন্দারা এই পূজো করতেন। ওঁরা রাতে পূজো করে এখান থেকে ডাকাতি করতে বেরিয়ে যেতেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে আমাদের এই জায়গায় ডাকাতের উৎপাত ছিল। আমরা রাতে এলাকা পাহারা দিতাম। সেই সময় আমরা দেখেছিলাম এই জায়গা জঙ্গল ছিল এবং এই জায়গায় নারকেল, ধূপকাঠি, বাতাসা সব পড়ে থাকত কিন্তু লোক থাকত না।”

জানা যায়, এই পূজো অন্তত ৪০০ বছরের প্রাচীন। তবে স্থানীয়রা উদ্যোগী হয়ে এই পূজো শুরু করেছিলেন ১৯৬৯ সালে। আগে ছোট্ট খড়ের চালার মন্দির থাকলেও এখন হয়েছে পাকা মন্দির। পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাটে এখনও জাঁকজমক ভাবে এই কালীপূজো অনুষ্ঠিত হয়। দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্তরা আসেন পূজো দেওয়ার জন্য। এক সময় যে পূজো করত ডাকাতরা, এখন স্থানীয়রাই সেই পূজো পরিচালনা করেন এবং আনন্দে মেতে ওঠেন।

## নিখোঁজ যুবতীর বুলন্ত দেহ উদ্ধার জঙ্গল থেকে



**নিজস্ব প্রতিনিধি-নিউজ দিগন্ত বার্তা, আসানসোল:** দুদিন ধরে নিখোঁজ থাকা এক যুবতীর বুলন্ত দেহ উদ্ধার হল কাকুরকুন্দা জঙ্গল থেকে। শনিবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে সালানপুর থানার কল্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাকুরকুন্দা এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত যুবতীর নাম অলকা কিসকু (২৩)। জিতপুর উত্তারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর গোসাইপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠানো হয়। স্থানীয়সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে কাকুরকুন্দা গ্রামের এক ব্যক্তি প্রাতঃকর্ম করতে গিয়ে ওই যুবতীর মৃতদেহ বুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এর পরেই সে গ্রামে গিয়ে খবর দেয় এবং খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই আশেপাশের গ্রামের মানুষ ভিড় জমায় ঘটনাস্থলে। খবর দেওয়া হয় রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে মৃত যুবতীর পরিবারের দাদা বলেন, তিনদিন আগে রামপুর গোসাইপাড়ার নিজের বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে যায় তার বোনাতারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল। তবে আজ শনিবার সকালে খবর পায় যে কাকুরকুন্দা গ্রামের পাশের একটি জঙ্গলে পলাশ গাছে বুলন্ত অবস্থায় এক যুবতীকে দেখতে পাওয়া গেছে, সেই খবর পেয়েই তারা ছুটে আসে এবং যুবতীর দেহ সনাক্ত করে জানতে পারে ওই যুবতী তাদের বাড়ির মেয়ে। এই ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে।

## কলকাতার 'ছাদ রেস্তোরা'য় সারপ্রাইজ ভিজিট



**নিজস্ব প্রতিনিধি-নিউজ দিগন্ত বার্তা, কলকাতা:** মেছুয়ায় হোটেল অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যুর পর কলকাতা-সহ রাজ্যের সব বাণিজ্যিক সংস্থা ও হোটেল ও ছাদ রেস্তোরাঁ চালুর ক্ষেত্রে কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করে রাজ্য সরকার। কিন্তু উৎসবের সময় যাতে ব্যবসার ক্ষতি না হয় তার জন্য দমকল, পুলিশ ও পুরসভার থেকে অধিনিয়ম-সহ মুচলেকা দিলে সেগুলি তিন মাসের জন্য খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। পুরসভার লাইসেন্স বিভাগে আলাদা কাউন্টার খোলা হয়। কলকাতার ৮৩টি ছাদ রেস্তোরাঁর মধ্যে মাত্র ২১টি মুচলেকা দিয়ে পূজোর আগে খুলেছিল। কিন্তু বাকিগুলির কী অবস্থা? সেগুলি কি পুলিশ-পুরসভার নজরদারি এড়িয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে? না কি সেই রেস্তোরাঁগুলি এখনও বন্ধ? তা জানতেই এবার তথ্য সংগ্রহ শুরু করল পুলিশ ও পুরসভা। করা হবে 'সারপ্রাইজ ভিজিট' ও।

পূজোর পর লাইসেন্স বিভাগের তথ্য বলছে ৮৩টির মধ্যে মাত্র ২১টি ছাদ রেস্তোরাঁ খোলার জন্য অনলাইনে আবেদন করেছিল। এক পুর অধিকারিকের কথায়, “মুচলেকা না দিয়ে নিয়ম না মেনে ছাদ রেস্তোরাঁ খোলা হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।” তাঁর কথায়, “মানবিক কারণেই পুরসভা সুযোগ দিয়েছিল। যাতে পূজোর সময় আর্থিক লোকসানে না পড়তে হয়। কিন্তু অবৈধ কাজ করলে কঠোর মনোভাব নিতেই হবে।”

## শনিবার বিগ-বি অমিতাভ বচ্চনের জন্মদিন, কলকাতায় মন্দিরে চলে ভক্তদের পূজো হোম যজ্ঞ উৎসব



### ADMISSION NOTICE

REGARDING FINE ARTS

INNOVATIVE CENTRE FOR COMPARATIVE INDIAN LITERATURE & LOKABHARAN SCIENTIFIC RESEARCH (ICCILLR)

DIPLOMA IN JOURNALISM & MASS COMMUNICATION,

U.G.C. Recognized, NCERT Authorised & Affiliated to Diamond Harbour Women's University, Approved by Govt. of West Bengal & India Government

**ENROLL NOW**

ONLINE CLASSES ARE AVAILABLE  
Offline & Online Admission Process-Website-More-Course - Application Form - Payment Details - Enrollment Now - Fill up & Process & Submit

LOCATION  
GARIA, KOLKATA -7000153

contact no.  
82729 81162/8910378053

For enquiries related to eligibility criteria and application  
www.iccillr.com



## সম্পাদকীয় ✍️



ফের রাজ্যে ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণ-নাগরিক মহলের প্রশ্ন, রাজ্যে হচ্ছেটা কী? এক গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা। এক নৈরাজ্যের অবস্থা। অভয়া কাণ্ডের পরে আবার ভিন রাজ্যের এক ডাক্তারি পড়ুয়া গণধর্ষনের শিকার হলেন। দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভিন রাজ্যের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ বেশ কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ওই পড়ুয়া কলেজের বাইরে বেরিয়েছিলেন। সেই সময়ই বেশ কয়েকজন যুবক ওই যুবতীর পথ আটকায়। তারপরই বেসরকারি হাসপাতালের পিছনের দিকের একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।

এমন নির্মম ঘটনায় স্তম্ভিত নাগরিক মহলা কেন মহিলাদের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না? এই প্রশ্নে সর্বব হয়েছে সকলেই। পুলিশ সূত্রে খবর, উড়িষ্যার জলেশ্বরের বাসিন্দা ওই তরুণী। সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই পড়ুয়া তাঁরই এক সহপাঠীর সঙ্গে কলেজের বাইরে ফুচকা খেতে বেরিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি তাঁদের উত্তপ্ত করতে শুরু করে। কটু কথা বলতে থাকে। সঙ্গে থাকা বন্ধুকেও তাড়া করে। তখনই তাঁদের ভয়ে পালিয়ে যায় ওই যুবক। সেই সময়ই মেয়েটিকে একা পেয়ে টানতে টানতে পাশে থাকা জঙ্গলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতিরা। চলে অকথ্য নির্যাতন। গণধর্ষণের পর ছাত্রীর মোবাইলও কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ওই ছাত্রী।

## ১৮৮৭ সালে ম্যালেরিয়া ওষুধের কিংবদন্তি বটকৃষ্ণ পালা

**বেবি চক্রবর্তী-নিউজ দিগন্ত বার্তা, কলকাতা:** বাঙালি ওষুধ ব্যবসায়ে গৌরব কুড়িয়েছেন তিনি "বট কৃষ্ণ পালা কেমিস্ট ড্রাগিস্ট" নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসার 'এডওয়ার্ড কেমিক্যাল' নামে পরিচিত ছিল। পুরো নাম বটকৃষ্ণ পালা। তিনি একজন বিখ্যাত ওষুধ ব্যবসায়ী, সমাজসেবী এবং দানবীর। যিনি প্রথম বাঙালি ফার্মাসিস্ট হিসেবে পরিচিত। হাওড়ার শিবপুরে তাঁর আদি নিবাস ছিল এবং তিনি ১২ বছর বয়সে একটি মশলার দোকানে কাজ শুরু করেন। এরপর পাটের ব্যবসাও করেন। একটা সময় পর রাস্তা খুঁজে পেলেন তিনি। সেই সময় কবিরাজি ওষুধেই কাজ চলে যেত শহরের। হোমিওপ্যাথির হাতও ধরলেন বহু মানুষ। অ্যালোপ্যাথির ব্যবহার যখন বাড়তে শুরু করলেন। তখন সেই রাস্তাকে কাজে লাগালেন বটকৃষ্ণ পালা। তৈরি করলেন নিজের আরেকটি কোম্পানি 'বটকৃষ্ণ পালা অ্যান্ড কোম্পানি'। এবার মন বসল। বিদেশি সমস্ত ওষুধের কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের ওষুধ এনে রাখলেন দোকানো। সেই সঙ্গে নিজেরাও ওষুধ বানানো শুরু করলেন। বাড়ির নিচেই ডিসপেনসারি, সঙ্গে নিজস্ব ল্যাব— দেশীয় ফর্মুলায় নতুন নতুন ওষুধও আনতে লাগলেন তিনি। এখান থেকেই যাত্রা শুরু হল অ্যান্টি ম্যালেরিয়া ওষুধ 'এডওয়ার্ড টনিক'-এর।

১৮৮৭ সালে সেকেন্ডারি ডিভিশনের সহকারি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ভারতে এসেছিলেন এডওয়ার্ড স্ট্যানলি। ওষুধ নিয়ে গবেষণা করতে ভালবাসতেন তিনি আর সে কারণেই বটকৃষ্ণ পালের দোকানে যাতায়াত ছিল তাঁরা। সেই সময় জুরে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছিল। স্ট্যানলি নিজের ফর্মুলায় তৈরি এমনি একটি ওষুধের কথা বটকৃষ্ণকে বলতেই তা এডওয়ার্ড টনিক নাম দিয়ে বিক্রি শুরু হয়। যা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সে সময়। বটকৃষ্ণ পালের ফার্মেসির সবথেকে বড়ো পরিচয় যে ওষুধের মাধ্যমে আজও যার চাহিদা তুঙ্গে।

তিনি "বট কৃষ্ণ পালা কেমিস্ট ড্রাগিস্ট" নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসার 'এডওয়ার্ড কেমিক্যাল' নামে পরিচিত ছিল। বটকৃষ্ণ পালের আদি নিবাস হাওড়ার শিবপুর। তিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে মামার মশলার দোকানে কাজ করতে আরম্ভ করেন। এরপর কিছুদিন তিনি পাটের ব্যবসা করেন। তারপর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার খেংরাপট্টিতে একটি মশলার দোকান খুলে স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এরপর এই দোকানেই তিনি কিছু বিলিতি ওষুধ রেখে বিক্রি করতে আরম্ভ করেন এবং পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত ও সফল ওষুধ ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন। তাঁর স্থাপিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বি কে পালা অ্যান্ড কোম্পানি দেশি ফর্মুলায় ওষুধ তৈরি ও বিক্রি আরম্ভ করে। তার এই প্রচেষ্টা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানি স্থাপনেরও পূর্বো ( এরপর চারের পাতায় )

## ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে সোনা উদ্ধার, বিএসএফ এর হাতে পাকড়াও পাচারকারী।



**নিজস্ব প্রতিনিধি-নিউজ দিগন্ত বার্তা, নদীয়া:** নদিয়ার সীমান্তে সোনা পাচার রুখলো বিএসএফের ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়ান। ২ কিলো ৩০০ গ্রাম সোনার ২০ টি বাট সহ গ্রেফতার এক ভারতীয় পাচারকারী। বিএসএফ সূত্রে খবর, নদিয়ার ভীমপুর থানার মলুয়াপাড়া এলাকার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে বাংলাদেশি সোনা পাচারকারীরা ভারতীয় পাচারকারীদের হাতে প্রায় দু কিলো ৩০০ গ্রাম সোনার বাট পাচার করে। ঠিক সেই সময় বিএসএফের জওয়ানরা সোনা সহ ভারতীয় এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। যদিও বাংলাদেশি সোনা পাচারকারীরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে এই ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তা এখন তদন্ত সাপেক্ষ। গোপন সূত্রের খবর পেয়ে এই অভিযান চালায় বলে বিএসএফ সূত্রে খবর। তবে এত সংখ্যক সোনা কোথা থেকে কোথায় পাচার করা হচ্ছিল এবং এই ঘটনার সাথে কারা কারা যুক্ত ছিল তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও বিএসএফ। সম্প্রতি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে বাংলাদেশি পাচারকারী এবং ভারতীয় পাচারকারী যৌথভাবে একাধিকবার সোনা পাচারের ঘটনা ঘটিয়েছে, তারপর থেকে অতি সক্রিয়তা বাড়ি বিএসএফের। বাড়তি নজরদারি বাড়ানো হয় সীমান্তে। অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয় সীমান্ত, এছাড়াও অত্যাধুনিক আলোর ব্যবস্থাও করা হয়। এবার বিএসএফের তীক্ষ্ণ নজর দ্বারীর ফলে আবাবো মিললো বড়সড় সাফল্য, রুখে দেওয়া হল সোনা পাচার, গ্রেফতার করা হয় পাচারকারীকে।



## গোবরডাঙ্গায় আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুস সহ গ্রেপ্তার একা



**নিজস্ব সংবাদদাতা-নিউজ দিগন্ত বার্তা, গোবরডাঙ্গা:** কালী পূজার আগেই বড়সড় সাফল্য গোবরডাঙ্গা থানার পুলিশের। একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুস সহ গ্রেপ্তার হয় এক ব্যক্তি। জানাজায়, ঘটনাটি গোবরডাঙ্গা থানার অন্তর্গত পোলটি মোড় এলাকার। গোবরডাঙ্গা পোলটি মোড় এলাকায় এক ব্যক্তি অসামাজিক কার্যকলাপ এর উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করছিল, সেই সময় টহলরত পুলিশকর্মীরা তাকে দেখে সন্দেহ হলে তাকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি কার্তুজ ও ওয়ান শাটার পিস্তল, সাথে সাথে পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সৌমেন সরকার। সে এর আগেও একাধিক অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার হয়েছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ি গোবরডাঙ্গা রঘুনাথপুর এলাকায়, পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনিবার বারাসাত আদালতে পেশ করে। পুলিশ জানিয়েছে এই ঘটনার সাথে আরো কারা কারা যুক্ত আছে তার তদন্ত শুরু করেছে।

# রয়েল বেঙ্গল খাবা

## রয়েল বেঙ্গল খাবা

দিনে ও রাতে চা,টিফিন ও ভাত, চিকেন পাওয়া যায়।

চায়ে, টিফিন, চাউল, চিকেন দিনে আর রাতে মিলেই হৈ।

রাতে তড়কা, রুটি পাওয়া যায়।

স্থান-বেলপুকুর, কুল্লী স্থান-বেলপুকুর, কুল্লী M : 6294942681



## কিছু এলাকা দুষ্কৃতিদের মুক্তাঞ্চল করে রাখা হয়েছে : শংকর ঘোষা

**নিজস্ব প্রতিনিধি-নিউজ দিগন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি:** ডুয়ার্সের নাগরাকাটায় বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ দিতে এসে আক্রান্ত হয়েছিলেন উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষা। এরপর শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক। হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে শনিবার ফের ত্রাণ দিতে নাগরাকাটায় আসেন শিলিগুড়ির বিধায়ক। যদিও এদিন নাগরাকাটার সুলকাপাড়া মোড় থেকে ত্রাণের গাড়ি পাঠান তিনি। ট্রাস্টের করে বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সহ নেতা কর্মীরা ত্রাণ বিতরণ করবেন। ত্রাণ পাঠানোর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শংকর ঘোষ বলেন," কিছু এলাকা দুষ্কৃতিদের মুক্তাঞ্চল করে রাখা হয়েছে। যাতে করে মানুষ ত্রাণ না নিতে পারে তার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও তা ব্যর্থ হয়েছে। সরকার ত্রাণ দিতে ব্যর্থ বলেই সামাজিক সংগঠন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ত্রাণ পৌঁছানোর পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে।" এদিকে সাংসদ ও বিধায়ককে মারধরের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবিষয়ে তিনি অভিযোগ করে বলেন," পুলিশ যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে সেটা আইওয়াশা। এমন কাউকে ধরা হয়েছে যাদের হয়তো সরাসরি যোগাযোগ নেই। মূল কালপ্রিটদের ধরতে হবে। নাহলে আমাদের লড়াই একদিকে ত্রাণ বিতরণ তারসাথে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হবে।"



কাঁথি, নিজস্ব চিত্র

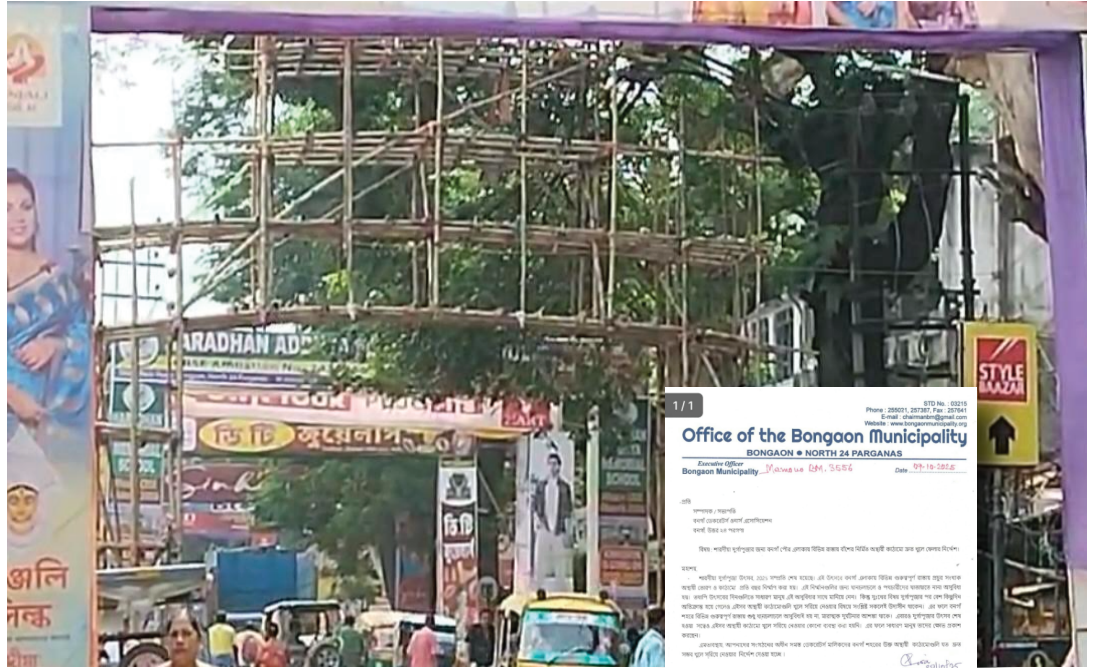
জাতীয় সড়কে ভেঙে পড়ল ব্রিজ, অবরুদ্ধ জাতীয় সড়কা দিঘা নন্দকুমার ১১৬ বি জাতীয় সড়কে মারিশদা থানা সংলগ্ন এলাকায় ভেঙে পড়ল ব্রীজ। ভোগান্তি স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটকদের। শনিবার দুপুর ১ টা নাগাদ ভেঙে পড়ে ব্রীজ। রাস্তার দুপাশে আটকে পড়ে একাধিক বাস ও লরি। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মারিশদা থানার পুলিশ থেকে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকেরা। সপ্তাহান্তে বন্ধ কলকাতা-দিঘা সরাসরি যোগাযোগ। যদিও পুলিশ বিকল্প পথের ব্যবস্থা করেছে।

## অবৈধ নির্মানের অভিযোগ উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে, নির্মাণ ভেঙে দিল পুলিশ



**নিজস্ব সংবাদদাতা-নিউজ দিগন্ত বার্তা, নদিয়া:** নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিল পুলিশ। অভিযোগ, তৃণমূলের উপ-প্রধানের নেতৃত্বে রাস্তার উপরেই নির্মাণ কাজ চলছিল। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ গিয়ে সেই নির্মাণ ভেঙে দেয়। তবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল উপপ্রধান পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নদীয়ার চাপড়ার রামচন্দ্রপুর মৌজায় অমিত প্রামানিক নামে এক ব্যক্তির একটি বড় পুকুর আছে। বেশ কয়েক মাস আগে এই পুকুরের পাশে বাড়ি তৈরি করা নিয়ে বিতর্ক হয়। সেই বিতর্কের জেরে নির্মীয়মাণ বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। তার পরেও কী ভাবে ফের একই ঘটনা ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, শাসক দলের ক্ষমতা প্রয়োগ করেই উপপ্রধান এই নির্মাণ কাজ করছিলেন। এদিন পুকুরের মালিক অমিত প্রামানিক চাপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার দাবি, তার পুকুরঘাটে যাওয়ার রাস্তা, পুকুরে মাছ ছাড়া, মাছ ধরা ছাড়াও এলাকার মানুষ স্নানের জন্যও ঘাট ব্যবহার করে। কোনো অনুমতি ছাড়াই ঘাটের রাস্তার উপরে নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন উপপ্রধান রাজকুমার সাধুখাঁ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন চাপড়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজকুমার সাধুখাঁ স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা ওখানে কালীপুজোর জন্য স্থায়ী বেদি তৈরি করছিল। যা নিয়ে এলাকায় শোরগোল পড়েছে। এখানে আমাকে দোষারোপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও এই ঘটনায় তদন্ত করে দেখছে চাপড়া থানার পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্তের শেষে পষ্ট হবে কারা এই নির্মাণ করছিল। যদি অবৈধ নির্মাণ হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

## পুজো মিঠে গেলেও ওভারগেট না খোলায় যানজট



**নিজস্ব প্রতিনিধি-নিউজ দিগন্ত বার্তা, বনগাঁ:** বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে আর এই দুর্গা পূজাকে ঘিরেই রাস্তার দুই ধার দিয়ে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন তারা তাদের আলোকসজ্জা ফুটিয়ে তুলেছিলেন ওভার গেটের মাধ্যমে। আর এই গেটের ফলে প্রতিনিয়তই যানজট সৃষ্টি হচ্ছে বনগাঁ শহর জুড়ে, এদিন বনগাঁ পৌরসভার পক্ষ থেকে ডেকোরেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন স্পষ্ট ভাবে চিঠি করে জানিয়ে দেওয়া হয় আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে তারা যেন তাদের এই ওভার গেট গুলি খুলে নেন।

এ বিষয়ে বনগাঁ পৌরসভার পৌর প্রধান বলেন, দুর্গোৎসব মিঠে গিয়েছে এবং যে ওভার গেট গুলি করা হয়েছে আমরা ডেকোরেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন কে জানিয়েছি, যে সমস্ত ডেকোরেন্টার্স মালিকরা এই ওভার গেট গুলি বানিয়ে ছিলেন তারা যেন আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে খুলে নেন। একই জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে ওভারগেট রেখে উৎসবের কাজ করা যাবে না। আপনারা ওভার গেট খুলে নিন এবং পরবর্তীতে কখনো আবার দরকার হলে আপনারা ওভার গেট বানান, কিন্তু এই গেট গুলি দীর্ঘস্থায়ীভাবে রাখা যাবে না।

## অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্নমানের খাবার, বিক্ষোভে গ্রামবাসীরা।



**নিজস্ব প্রতিনিধি-নিউজ দিগন্ত বার্তা, মালদাঃ** নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে। শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভক্তিরপুর গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামেরই এক বাড়িতে চালু রয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। অভিযোগ, সেখানকার কর্মী দীর্ঘদিন ধরে শিশুদের নিম্নমানের খাবার দিচ্ছেন। কখনও দেওয়া হচ্ছে পচা আলু বা সবজি, কখনও আবার পচা ডিম। এমনকি অনেক সময় বিভিন্ন অজুহাতে সেন্টার বন্ধও রাখা হয়। প্রায় দেড় বছর ধরে এই অনিয়ম চলছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের।

শনিবার বেলায় যখন শিশুদের খাবার দেওয়ার কথা, তখন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী জানান, খাবার নাকি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সময় দেখা যায় রাঁধুনি চুপিসারে কিছু খাবার বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন। ঘটনাস্থি স্থানীয়দের নজরে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা এবং শুরু হয় বিক্ষোভ। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় সেন্টার চত্বরে। পরে খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

## স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক বৃদ্ধা

**নিজস্ব সংবাদদাতা-নিউজ দিগন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি:** স্কুল ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে। ওই ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়াতেই বিষয়টি সামনে এসেছে। ইতিমধ্যে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, রাজগঞ্জের পানিকৌরি এলাকার বাসিন্দা বছর ৬০ বয়সী অভিযুক্ত বৃদ্ধা সপ্তম শ্রেণির ওই স্কুলছাত্রী একই এলাকায় থাকে। অভিযোগ, মাস খানেক আগে ওই ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। ওই বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়েছিল কিশোরী। ফাঁকা বাড়িতে একা পেয়ে ওই বৃদ্ধা ছাত্রীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। মুখবন্ধ রাখতে স্কুলছাত্রীকে ভয় দেখানোও হয় বলে অভিযোগ। ভয়ের কারণে কাউকে কিছু বলেনি ওই ছাত্রী। গত বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ হয়েছিল সে। পরিবারের লোকদের সন্দেহ হয়। শুক্রবার পরিবারের সদস্যরা তাকে নিয়ে রাজগঞ্জ হাসপাতালে গেলে, সেখানে শারীরিক পরীক্ষায় দেখা যায় ওই ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা। হতবাক হন পরিবারের লোকজন। এরপর ওই ছাত্রীকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার একাধিক শারীরিক পরীক্ষা হয়। পরে ওই ছাত্রী মাসখানেক আগের ঘটনার কথা পরিবারের লোকদের জানায়। পরিবারের তরফে রাজগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে ওই বৃদ্ধাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পকসো ধারায় ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। শনিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে।



## বিহারে কি এবারও নীতিশ, সমীক্ষা কিন্তু অন্য কথা বলছে।



**নিজস্ব প্রতিবেদক, নিউজ দিগন্ত বার্তা:** বিহারের ভোট প্রায় দুয়ারো কি হতে চলেছে ফলাফল? তা নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। আবার কি নীতিশ ফিরবে? মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই প্রশ্ন। কিন্তু সামগ্রিক সমীক্ষা তো অন্য কথা বলছে। ইন্ডিয়া টুডে-সি ভোটারের সমীক্ষায় উঠে এল একাধিক নাম। যার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল লালুপুর আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। দ্বিতীয় নামটি প্রশান্ত কিশোরের। তাঁদের পিছনে রয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। অর্থাৎ সমীক্ষার দাবি অনুযায়ী, অনেকটাই ফিকে হয়ে গিয়েছে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদের নাম। ঠিক কী বলছে সমীক্ষা? সেখানে দেখা যাচ্ছে ৩৬ শতাংশ মানুষ চাইছেন তেজস্বীকে। ২৩ শতাংশ মানুষ চাইছেন জন সুরজ পাটির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোরকে। অথচ ন'বারের মুখ্যমন্ত্রী জেডিইউ প্রধান নীতীশ কুমারকে চাইছেন মাত্র ১৬ শতাংশ মানুষ।

অবশ্য তালিকায় আরও দু'জনের নাম উঠে এসেছে। তাঁদের একজন এলজেপি প্রধান চিরাগ পাসওয়ান, অন্যজন বিজেপি নেতা ও বর্তমানে বিহারের অর্থমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। প্রথমজনকে চাইছেন ৮.৮ শতাংশ মানুষ। অন্যজনকে পছন্দ ৭.৮ শতাংশের। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের বিধানসভা ভোটে বিহারে এনডিএ শিবিরে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছিল বিজেপি ৭৪টি। জেডিইউ পেয়েছিল ৪৩টি। অর্থাৎ জেডিইউয়ের চেয়ে অনেকটাই বেশি আসন পায় গেরুয়া শিবির। তা সত্ত্বেও জোটের স্বার্থে নীতীশকেই মুখ্যমন্ত্রী করে বিজেপি। এবারও এনডিএর মুখ সেই নীতীশই। নীতীশ কুমারের জনপ্রিয়তা যে অনেকটা কমে গিয়েছে তা যেন নতুন করে তুলে ধরল সমীক্ষার ফলাফল। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত জনতা-জনর্দন কোন দিকে তাকায়।

## বাংলা থেকে বর্ষা বিদায়, তার আগে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি উত্তর থেকে দক্ষিণে।



**আবহাওয়া সংবাদ, নিউজ দিগন্ত বার্তা:** শনিবার আলিপুর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এখন রঞ্জন, বারানসী, জবলপুর, আকোলা, আলিবাগ থেকে বিদায় নিয়েছে। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের বাকি অংশ, গোটা বাড়খণ্ড, ছত্তীসগড় এবং পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, সিকিমের কিছু অংশ থেকে আগামী দু'-তিন দিনে বর্ষা বিদায় নিতে পারো। সেই মতো অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেখানে।

দক্ষিণ বাংলাদেশের উপর রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। তার প্রভাবে রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। তবে তুলনামূলক রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমবে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। কমবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। পশ্চিমের জেলা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান থেকে বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা আগামী সপ্তাহে।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমা সেখানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কখনও আংশিক মেঘলা থাকলেও আকাশ বেশির ভাগ সময় পরিষ্কার থাকবে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় স্থানীয় ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমশ কমবে সেই বৃষ্টির সম্ভাবনাও। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণও কমবে। আগামী সপ্তাহে বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

## কলকাতা ঐতিহ্যবাহী বাঙালি ওষুধের ব্যবসা বটকৃষ্ণ পাল হাউস

**(২য় পাতার পর)** বটকৃষ্ণ পাল একজন দাতা হিসেবেও বিখ্যাত। তিনি একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় এবং বেনিয়াটোলায় বালক ও বালিকাদের জন্য দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বটকৃষ্ণ পাল হাউস বা বিকে পাল হাউসের ঠিকানা হলো কলকাতার ৯২ নম্বর শোভাবাজার স্ট্রিট। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী দালান যেখানে নিচে "বট কৃষ্ণ পাল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট" নামে একটি ওষুধের দোকান রয়েছে এবং এটি একটি ঐতিহ্যবাহী বাড়ি হিসেবে পরিচিত। এটি একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী ভবন ও ওষুধের দোকান। এই বাড়িতে কোনও সাধারণ সদর দরজা নেই বরং একটি বড় ওষুধের দোকানের প্রবেশদ্বারই হলো বাড়ি।

বটকৃষ্ণ পাল ছিলেন একজন সফল ওষুধ ব্যবসায়ী যিনি তাঁর নিজস্ব ওষুধের ব্যবসা, 'বিকে পাল অ্যান্ড কোং' স্থাপন করেছিলেন। বটকৃষ্ণ পাল হাউস শুধু একটি ঐতিহাসিক বাড়িই নয়, এটি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ওষুধের ব্যবসা এবং বর্তমানে জরুরি পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রও বটে।

তিনি কাশীতে ১৯১৪ সাল ১২ জুন পরলোক গমন করেন। বটকৃষ্ণ পালের নামেই পরবর্তীকালে কলকাতার শোভাবাজারে এক রাজপথ "বিকে পাল এভিনিউ"এ নামাঙ্কিত করা হয় এবং হাওড়া শিবপুরের বিদ্যালয় 'বিকে পাল স্কুল' নামে পরিচিত হয়। সেই সময় বটকৃষ্ণ পাল - এর 'অ্যান্টি ম্যালেরিয়া' ওষুধ এডওয়ার্ড টনিক ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। আজও বাঙালির ওষুধ ব্যবসায়ীর ইতিহাসে যুগান্তকারী গৌরব।

## পাণ্ডুয়ায় উড়ল লাল আবির, সমবায় ভোটে জয় বামেদের।



**নিজস্ব প্রতিনিধি-নিউজ দিগন্ত বার্তা,হুগলি:** হুগলির পাণ্ডুয়ায় এক সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয় পেলেন সিপিএম সমর্থিত প্রার্থীরা। শনিবার পাণ্ডুয়ার শ্রীরামবাটি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নির্বাচন ছিল। সেখানে ১২টি আসনের মধ্যে ১১টিতেই জয়ী হন সিপিএম সমর্থিত প্রার্থীরা। একটিতে জয়ী হন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী। প্রায় দশ বছর পরে শনিবার এই সমবায় নির্বাচন হল। গত দশ বছর ধরে শ্রীরামবাটি সমবায়টি ছিল তৃণমূল সমর্থিত প্যানেলের হাতে। এই সমবায় মোট ৭৩২ জন ভোটার রয়েছেন। শনিবারের নির্বাচনে তৃণমূল এবং বাম সমর্থিত প্যানেল ১২টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছিল। বিজেপি সমর্থিত প্যানেল প্রার্থী দিয়েছিল ছ'টি আসন। তবে বিজেপি সমর্থিত প্যানেল কোনও আসনেই জয়ী হতে পারেনি।

শনিবার সমবায় নির্বাচনের ফল প্রকাশ্যে আসার পরে পাণ্ডুয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বাম নেতা আমজাদ হোসেন বলেন, “চার মাস আগে ভোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তৃণমূল করতে দেয়নি। তারা জানত, তাদের উপর মানুষের ভরসা নেই। দশ বছর ধরে তৃণমূল এই সমবায় দখল করে রেখেছিল। সমবায়কে লুট করেছে। এই সমবায়কে দুর্নীতিমুক্ত করে পরিচালনা করতে বাম প্রার্থীদের ভোট দিয়েছে ক্ষেতমজুর, কৃষক, বর্গাদার এবং পাটাদারেরা। মানুষের পরিবর্তন হচ্ছে, তা এটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এই জয় আগামী দিনের বড় লড়াইয়ের প্রস্তুতি।” তবে বিজেপির দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এর কোনও প্রভাব পড়বে না। “মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে। সিপিএমকে ভোট দেওয়া মানে তৃণমূলের হাত শক্ত করা।”

## রোজ ট্রেন লেট-ধৈর্য ভাঙলো যাত্রীদের, ট্রেন অবরোধ ঘিরে তুলকালামা



বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে বললেও, তারা সরতে চাননি। এরপরে পুলিশ লাঠি উঠিয়ে তাড়া করে। অবরোধকারীদের চ্যাংদোলা করে সরানো হয় রেললাইন থেকে।

যাত্রীরা বলেন, “ভোর ৬টা ৪০ মিনিটের ট্রেন রোজ লেট করে। প্রতিদিন এক-দেড় ঘন্টা করে লেট হয়। আমরা চাই ট্রেন সময়মতো চলুক। আমাদের সমস্যায় পড়তে হয় রোজ।”

অন্যদিকে “রাতের ট্রেন লেট করে। সন্ধ্যা ৬টার ট্রেন রাত ৯টায় চোকে। আমরা বাড়ি যাব কী করে? এখন কী ট্রেন আসার সময়? আমরা রোজ ট্রেনে যাতায়াত করি। যদি টাইমে ট্রেন চালাতে পারেন, তাহলে ট্রেন চালান, নাহলে ট্রেন তুলে দিন।”

**নিজস্ব সংবাদদাতা-নিউজ দিগন্ত বার্তা, হাওড়া:** শনিবার সকাল থেকে বিক্ষোভ দক্ষিণ পূর্ব শাখার হাওড়া আমতা রেললাইনে। দেরিতে ট্রেন আসায় বড়গাছিয়া স্টেশনে ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান যাত্রীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, নিত্যদিনই লেট করছে ট্রেন। যাতায়াতে খুব সমস্যা হচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ। শেষে বিক্ষোভকারীদের ঘাড় ধরে, চ্যাংদোলা করে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায় নিত্যযাত্রীদের। এ দিন ভোর ৬ টা ৪০ মিনিট থেকে অবরোধ শুরু করেন তারা। বেলা বাড়লেও, ট্রেন এগোতে দেননি। লাইনে বসে বিক্ষোভ দেখান যাত্রীরা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। প্রথমে